

## সম্পাদকীয়

এ সংখ্যা মুক্তাশ্বেষা যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন দেশে বর্তমান সরকার ঘোষিত সমাধিকার নারী নীতি নিয়ে ভুলমূল হৈচৈ শুরু হয়েছে। ইসলামপন্থী দলগুলো যে কোন মূল্যে তা প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছে, এদের একটি গোষ্ঠী ইতিমধ্যে হরতাল করেছে, এমনকি জঙ্গিদের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পবিত্র কোরান হাতে নিয়ে মিছিল ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এতে পবিত্র গ্রন্থটিকে অবমাননা ও অপবিত্র করা হয় কিনা সে-প্রশ্নও উঠেছে। ধর্মগ্রন্থকে এভাবে রাজনীতিতে-আন্দোলনে-শোভাযাত্রায় বর্ম রূপে ব্যবহার করা, এ কোন নীতি? অন্যদিকে, এ প্রশ্নে সরকারের অবস্থান আত্মরক্ষামূলক- এবং কিছুটা ভোষণামূলক। সমাধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার নারী সংগঠনগুলোও মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় ভূমিকা রাখছে না। মন্ত্রীরা, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও, প্রাণান্তকর প্রয়াস চালাচ্ছেন এটি বোঝাতে যে নারীনীতি কোরান-সুন্নাহ বিরোধী নয়। এবং সরকার কোরান-সুন্নাহবিরোধী কোন আইন করবে না বলে ঘন ঘন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিন্তু এত কিছু করেও ওই ধর্মবাদী দলগুলোর মন পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। আসলে এভাবে পাওয়া যাবেও না কোনদিন। এটা খুব দুঃখজনক যে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় বসা বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা সেকুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে দাঁড়াতে পারছে না। মেরুদণ্ড খজু রেখে বলতে পারছে না, নারীনীতি শুধু মুসলমান নয় সকল ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর নারীদের জন্য প্রণীত হয়েছে, ইসলামের আইন বা শরীয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই; সমাজ-রাষ্ট্র, বিশেষ করে নারী-পুরুষ সম্পর্ক নির্বিশেষে এটি একটি গতিশীল সেকুলার বিষয়, এতে ইসলাম কেন কোন ধর্মেরই নাক গলানোর সুযোগ নেই। এটি একটি লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত রাষ্ট্রনীতি - যা আমাদের সংবিধানে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এটি নারীদের মৌলিক অধিকার। আমরা চাই বিবাহ-সামাজিক ন্যায় বিচার-সম্পত্তিতে অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সিভিল আইন থাকবে - যা সকলের জন্য পালনীয় ও সকলের ওপর প্রযোজ্য।

এদিকে যুদ্ধাপরাধের বিচার ও শীর্ষ আদালতের রায়কে ভিত্তি করে '৭২-এর সংবিধান পুনর্বহাল নিয়ে সরকার যা করছে তা শেষ পর্যন্ত ধোঁকাবাজিতে পর্যবসিত হয় কিনা এমন আশঙ্কা অনেকেই করছেন। সংবিধানের মুখবন্ধে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ও এরশাদ কর্তৃক সংবিধানে জোরপূর্বক সংযোজিত 'বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম' ও রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে 'ইসলামকে' বহাল রেখে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার ও সম-সমাজ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সরকার কেমন করে প্রতিষ্ঠা করতে চান - তা আমরা আমজনতা বুঝতে পারছি না। বর্তমান সরকার যদি কোরান-সুন্নাহ-শারিয়া ভিত্তিক সুন্নি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়ম করতে চান - তার স্পষ্ট ঘোষণা দিক। কয়েককোটি অমুসলমান ও সেকুলার মতে বিশ্বাসী নাগরিককে মিথ্যে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে অন্ধকারে রাখবেন না।

ইতিমধ্যে গ্রেফতারকৃত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ২৬ মার্চ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। কবে হবে তা-ও কেউ বলতে পারছে না। আসামীদের অপরাধ সংক্রান্ত চলমান তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে, জনমনেও দ্বিধা দেখা দিয়েছে - যা সরকারের জন্য শুভ লক্ষণ নয়।

যাহোক, সেকুলার সমাজ নির্মাণের সংগ্রামের সৈনিক হিসেবে আমরা প্রত্যাশা করি সরকার নারীনীতিতে প্রকৃত অর্থেই সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নিবে, যুদ্ধাপরাধের বিচার তরাস্থিত করা ও সংবিধানকে যথার্থ অর্থে সেকুলার করার বিষয়েও দৃঢ়তার পরিচয় দিবে।

মুক্তাশ্বেষা প্রধানত মুক্তবুদ্ধি চর্চার একটি সাহিত্য মাধ্যম, এর মাধ্যমেই আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে বিজ্ঞান-মনস্ক, কুসংস্কার মুক্ত এবং মুক্তমনা সমাজ নির্মাণে অবদান রাখতে চাই। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই আমরা কোন বিপুলী সংস্থা নই, রাতারাতি বিপুলের মাধ্যমে সমাজকে পরিবর্তন করতেও চাইনা, সে ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের আবেদন তার্কণ্যে দৃশু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি যারা মুক্তমনা সমাজ নির্মাণের অঙ্গীকার রাখবে।

রাজনীতি আমাদের বিষয় নয়। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে - জন জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জন সন্তোষ বজায় রাখা - সহনীয় পর্যায়ে জীবন যাত্রাকে অব্যাহত রাখা একটি সু-সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য; আমরা আশা করব মহাজোট সরকার এ দিকটিতে নজর রাখবেন সর্বাত্মে। জন সন্তোষই সরকারের শক্তি - একথা নিশ্চয়ই মহাজোটকে মনে করিয়ে দিতে হবে না।

গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে যে সংকটের, আর্থিক ও সাংগঠনিক, কথা বলা হয়েছিল, সেগুলো এখনও পুরোপুরি কাটেনি। তাই নির্ধারিত সময়ে মুক্তাশ্বেষা প্রকাশে এবারও বিলম্ব হওয়ায় পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

মুক্তাশ্বেষা পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহী করুন- কিনুন, গ্রাহক হোন - আর নিয়মিত আমাদের পৃষ্ঠায় লিখুন, আমরা উৎসাহিত বোধ করব। অলমতি বিস্তরেন।